বহুমাত্রিক শওকত ওসমান

সা ই ফু জ্জা মা ন

চল্লিশের দশকের যে ক'জন লেখক তাঁদের তেজস্বী রচনায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবির্ভূত শওকত ওসমান তাদের অন্যতম। গল্প, উপন্যাস, নাটক ও শিশু সাহিত্য রচনায় তাঁর খ্যাতি সর্বজনবিদিত। সমাজ বাস্তবতার নিরিখে রচিত তাঁর সাহিত্যে জীবনঘনিষ্ঠতা প্রবলভাবে উপস্থিত হয়েছে।। প্রত্যক্ষ ঘটনাপরম্পরা রূপকের মাধ্যমে মানুষের প্রতিকূল জীবনযাপন, তার ভেতরের সম্ভাবনা, স্বপ্ন, আশা-নিরাশা কেন্দ্র করে তিনি সাহিত্যের ভিত্তিভূমি নির্মাণ করেছেন। তাঁর লেখার বিষয় ও প্রকরণ বিস্তৃত। ছোটগল্পের মধ্যে বিন্দুর গভীরতা তিনি নিপুণভাবে স্পর্শ করেছেন। উপন্যাসে সমাজ সংলগ্নতা, মানুষের প্রতিদিনের সংগ্রাম ও নিরন্তর আশা স্ফুরিত হয়েছে। আবার আত্মজৈবনিক রচনায় সমকাল ও ইতিহাসের খন্ড চিত্র প্রতিবিম্বত হয়। 'রাহনামা' রচনায় স্মৃতি সঞ্চয়ে ক্ষোভ-বিক্ষোভ, পছন্দ-অপছন্দ প্রতিবিম্বিত। বিচিত্র বিষয় ও বিবিধ প্রসঙ্গের অবতারণা খুব কম লেখক তাঁর মতো সার্থকভাবে করতে পেরেছেন। তাঁর রচনায় জীবনঘনিষ্ঠতা, মানবিকতা ও সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের গল্পগাথা প্রসারিত হয়েছে।। শওকত ওসমান সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় নিরলস কাজ করেছেন। তাঁর রচিত উপন্যাস ঃ

বনী আদম (১৯৪৬), জননী (১৯৬২), ক্রীতদাসের হাসি (১৯৬২), সমাগম (১৯৬৭),

রাজা উপাখ্যান (১৯৭১), জাহান্নাম হইতে বিদায় (১৯৭১), নেকড়ে অরণ্য (১৯৭৩),

দুই সৈনিক (১৯৭৩), জলাংগী (১৯৭৪), পতঙ্গ পিঞ্জর (১৯৮৩), আর্তনাদ (১৯৮৫),

রাজসাক্ষী (১৯৮৫), পিতৃপুরুষের গল্প (১৯৮৬)।

উপন্যাস সমূহে বিষয় বৈভব, ঐতিহাসিক ঘটনার বিবৃতি, সংগ্রামী মানুষের জয়যাত্রার বিবরণী অন্তর্ভুত হয়েছে। শওকত ওসমান তাঁর সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। সংগ্রামী মানুষের মুক্তি প্রণোদনা তাঁর সাহিত্যে উপস্থাপিত।
শওকত ওসমানের প্রথম উপন্যাস 'জননী' উপন্যাস রচনার গতানুগতিক ধারা ভেঙ্গে এই উপন্যাস তৈরি হয়েছে। ধর্মবিশ্বাস, জমিদার দর্পণ, অনগ্রসর মানুষদের দাম্পত্য জীবনের টানাপোড়েনকে পেছনে ফেলে তিনি গ্রামের মানুষের সংস্কার, শোষণ-বঞ্চনা, নারীর অধিকার বিষয়ে উপন্যাসের অন্তর্ভাগপুষ্ট করেছেন। দেশবিভাগ ও পরবর্তীকালের বহু ঘটনা, মানুষ তাঁর উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। তিনি মহেশডাঙ্গার গ্রাম্য জনপদের হাজার মানুষের মর্মযাতনায় সংলগ্ন কাহিনী বিকশিত করে ঐক্যবদ্ধ

মৈত্রী রচনা করেছেন। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের উত্তরাধিকার আজহার সমাজের রূপান্তরকে ধারণ করে অগ্রবর্তী থেকেছে। মোড়লীপ্রথা, নিষ্পেষণ ও সুন্দর পৃথিবীতে বেড়ে ওঠার স্বপ্ন এই উপন্যাসের ক্যানভাসে মূর্ত হয়ে আছে।

দরিয়া বিবি অস্তিত্বের সংগ্রামে সংগ্রামশীল। দরিয়া বিবি দরিদ্র; কিন্তু তার আত্মসম্মানবোধ প্রখর। ছেঁড়া শাড়ি পরে থাকলেও সে জাকাত গ্রহণ করে না। 'মোনাদি'-এর লেখাপড়ার খরচ চালানোর জন্য লম্পট ইয়াকুবের কাছে অর্থগ্রহণ করে না। দরিয়া বিবি গ্রামবাংলার হাজারো নারীর একজন। আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন এক নারী অপেক্ষা করে তার ছেলে আমজাদ কখন বড়ো হবে। আমাদের সমাজে ছেলে সন্তান মানেই অর্থ-উপার্জনে সক্ষম একজন দায়িত্বশীল। দরিয়া বিবির স্বামী আজহার সমাজের কাছে নতজানু। আজহার ও চন্দ্রকোটালকে একসূত্রে গ্রথিত করেছেন শওকত ওসমান। দু'জনের সংগ্রাম বেঁচে থাকার গল্প অভিন্ন। শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধিকে নিপুণ কথাশিল্পে চিত্রিত করেছেন ঔপন্যাসিক।

গ্রামীণ অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে যারা জীবনের অর্থময়তা আবিষ্কার করে; জীবনের বহুমাত্রিক পর্যবেক্ষণ থেকে 'জননী' উৎসারিত। জননী জন্মভূমির নিষ্পেষিত-অবহেলিত মানুষকে শওকত ওসমান মমতায় উপন্যাসে তুলে এনেছেন। সারল্য ও মননশীলতার গভীর মিশ্রণ তাঁর গদ্যসাহিত্যের আধার। শওকত ওসমানের গদ্য সাহিত্য কৌতুক ও সমাজ পর্যবেক্ষণ ক্রিয়াশীল। শওকত ওসমান কৌতুকের সাথে বাস্তবতার সম্মিলন ঘটিয়ে এখন সব বিষয়ের অবতারণা করেন যা থেকে মানুষের মনুষ্যত্ব, বিবেক জাগরিত হয়। পরিচ্ছন্ন কিন্তু তির্যক ছিল তার গদ্য ভাষা। সামন্তবাদী সমাজে সংকীর্ণ মূল্যবোধ থেকে বেরিয়ে আসার প্রেরণা তিনি দিয়েছেন। মানবিক মূল্যবোধকে লালন করে যে বাঙালি এগিয়ে যায় তা চিহ্নিত করেছেন শওকত ওসমান। পুরনো বিশ্বাস, প্রচলিত জীবন ব্যবস্থার প্রতি তাঁর অনাগ্রহ তাঁর উপন্যাস-গল্প ও প্রবন্ধ সাহিত্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সমাজ চেতনা ও কল্যাণকামিতা তাঁর সাহিত্যে আলোড়িত।
'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাস প্রতীকী ব্যঞ্জনাময়। শওকত ওসমানের রচনার প্রধান কৌশল তিনি অসংখ্য চরিত্র সৃষ্টি করেন। প্রতীকী ব্যঞ্জনা তৈরি ও সমাজের নানা অনিয়ম দৈন্যদশা চিত্রিত করেন। উপন্যাসের নায়কের স্বাভাবিক উচ্চারণ ঃ অর্থ দিয়ে ক্রীতদাস কেনা যায়, কিন্তু তার হাসি কেনা যায় না। বাগদাদের খলিফা হারুনুর রশীদের সহচর মশরুর উচ্চারণ করেন ঃ

স্মৃতি সমস্ত কওমকে জেন্দা করে তুলতে পারে জনাব। কিন্তু আলাম্পনা সকলের স্মৃতিশক্তি থাকে না। হাবা-গোবরা যেমন অতীতের কথা অনেকে বলে। সেতো এগোতে না পেরে দুঃসহ বর্তমান থেকে পালানোর কুস্তি প্যাঁচ মাত্র। ও একরকমের ভেলকি, জীবনীশক্তির লক্ষণ নয়। বলিষ্ঠ মানুষের স্মৃতির প্রয়োজন সামনে পা ফেলার জন্যে।

বলিষ্ঠ ঔপন্যাসিক শওকত ওসমান। ক্রীতদাসের হাসি উপন্যাসে স্বজাতির মানুষের মধ্যে ইতিহাসমনস্কতা তৈরির চেষ্টা করেছেন। উপন্যাসের চরিত্র মধ্যযুগের হারুনর রশীদের পটভূমিতে

রচিত হলেও পাকিস্তানি শাসনের শৃঙ্খলবন্দি দশা থেকে মুক্তির জন্যে সংগ্রামরত। বাগদাদের নিপীড়িত জনগোষ্ঠী আর পাকিস্তানি শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট জনতা এক মোহনায় মিলে যায়।

শওকত ওসমানের অন্য উপন্যাস ‘চৌর সন্ধি’। মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীর দ্বন্দ্ব এ উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে। মালিকের পেটোয়া বাহিনী মালিকের স্বার্থে ব্যবহৃত হয় শ্রমিক কাল্লু। কাল্লু রিকশাচালক থেকে ডাকাত দলের সর্দার হয়ে যায়। রাজনৈতিক দলের পেশি প্রদর্শন ও রাজনীতির ঘূর্ণি এ উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে। মূল্যবোধের অবক্ষয় সমাজে যে ক্ষত তৈরি করেছে তা উন্মোচিত হয়েছে । শওকত ওসমান সমাজ ও সমাজের মানুষের কদর্যতা তার উপন্যাসের মুখ্য বিষয় করেছেন।

‘বনী আদম’ উপন্যাসে তাঁতের উৎপাদন কাজে নিয়োজিত বেকার শ্রমিকদের জীবন কথা উঠে এসেছে। ভূমিহীন চাষী হারেসকে কেন্দ্র করে কাহিনী অগ্রসর হয়। গ্রামের মানুষদের অভিজ্ঞতা, জীবনাচরণ, ক্ষোভ, ভালোবাসা বহিঃপ্রকাশ লেখক সচেতনভাবে করেছেন। ঠিকাদারদের বিচিত্র কাজ ও ষড়যন্ত্র উন্নয়ন কাজের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করলে হারেস গ্রাম থেকে শহরে যাত্রা করে। হারেস স্থিত হতে পারে না। শহরের ঘূর্ণিতে হারেস ঠিকানা বদল করে। পরিবার-স্বজনদের সাথে মিলিত হতে হারেস গ্রামে ফেরে। তার মনোজগতের পরিবর্তন ও গ্রামের সামাজিক অবস্থা উপলব্ধিতে আনে তার পক্ষে আর গ্রামে থাকা কি সম্ভব?

জাতীয় জীবনের গৌরবময় অধ্যায় মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে শওকত ওসমান উপন্যাস ও গল্প রচনা করেছেন। ‘জাহান্নাম হইতে বিদায়’ ‘দুই সৈনিক’ ও ‘নেকড়ে অরণ্য’-এ একাত্তরের যুদ্ধকালীন নারকীয় ঘটনা ও যুদ্ধে দেশপ্রেমিক জনতার আত্মত্যাগ ও সংগ্রাম লেখক গভীর পর্যবেক্ষণে বন্দি করেছেন উপন্যাসসমূহে। মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোর ঘটনা ‘জাহান্নাম হইতে বিদায়’ উপন্যাসে উদ্ধৃত হয়েছে। শওকত ওসমান যা লিখেছেন তা বৃদ্ধের মুখে শোনা যাক ঃ

আট-দশজন মিলিটারী হইব। হগ্‌গলের হাতে মেশিনগান আমরা বিশ-তিরিশ জন। আমাদের কইল ‘চলো’। হাটতা থাকি। একদিন প্যাডে বাৎ (ভাত) নাই। শরীর কাহিল। তয় নাচার। আমরা হাটতা থাকি। বেশী দূর হাটতা হয় না। দেড় মাইল হইল। কিন্তু মনে হয় হাজার মাইল হাটছি। পা আর চলে না। একটু জিরাইতা চাই। তিহন গালি দ্যায়, এই বাঙ্গালী ওয়ারকা বাচ্চা কদম হেলানে নেহি সাকতা? বাপজানরা হাইটা আইলাম নরসিংদী বাজার। একডা মানুষ নাই বাজারে। হব পালাইছে। ক্যামতে থাকবো এই জল্লাদগো সামনে? এগুলো মানুষের আওলাদ পইড়া আছে গ্যা। কাউয়া ঠোকর দিতাছে লাশের চোখে। বেগুনা (নিরপরাধ) বাচ্চাদের মারে। এগুলো মানুষের আওলাদ না।

(পৃষ্ঠা ১৩)

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মানুষের উদ্বেগ উৎকন্ঠা ও অবরুদ্ধ বাংলাদেশে নির্যাতন ও হত্যার খন্ড চিত্র উদ্ধৃতাংশের মূল উপাদান। শওকত ওসমান তুলে ধরেছেন মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বাঙালির মর্মযাতনা ।

স্বাধীন দেশে জীবন অন্বেষা শওকত ওসমান গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। অপসারিত মূল্যবোধের মর্মমূলে তিনি আঘাত হেনেছেন। যুদ্ধের রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা থেকে বাঙালির যে অর্জন তা পরবর্তীতে অনেকখানি ম্লান হয়।

মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তির উত্থান লেখক শওকত ওসমানকে ব্যথিত করে। তিনি বিভিন্ন রচনায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। এ সময় দ্রোহী এক লেখকের আবির্ভাব ঘটে যিনি শুধু সমাজ বদলের ধ্যানে মগ্ন নন বরং সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। মুক্তিযুদ্ধ তার রচনার বিশাল অংশজুড়ে রয়েছে। জাহান্নাম হইতে বিদায়, দুই সৈনিক, নেকড়ে অরণ্য, জলাংগী উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, প্রাপ্তি ও আশা-নিরাশা প্রতিবিম্বিত। তিনি বিস্মৃত বাঙালির জাগৃতিতে অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। ‘জন্ম যদি তব বঙ্গে’ গল্পগ্রন্থের ভেতর উদ্ভাসিত হয়েছে জীবন জিজ্ঞাসা।

শওকত ওসমান দীর্ঘদিন লেখালেখি করেছেন। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তার পদচারণা । তাঁর উপন্যাস-গল্পে গ্রামীণ জনপদের মানুষের মনস্তাত্বিক টানাপোড়েন প্রবলভাবে অনুরণিত হয়েছে । সামাজিক সংঘাত ও রাজনীতি সাধারণ মানুষকে রক্তাক্ত করে। তাঁর বর্ণনায় এক ধরনের মুনশীয়ানা লক্ষ্য করা যায়।

শওকত ওসমান গল্প রচনায় সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর রচিত প্রথম গল্প ‘আব্বাস’। শ্রমজীবী আব্বাস স্কুলে যেতে পারে না। সে কারখানায় কাজ করে। সমাজ বদলের স্বপ্ন লালন করে। কুলিদের ধর্মঘটে আব্বাস অংশ নেয়। কুলি সর্দার তার হাতে লাল পতাকা তুলে দেয়। এই লাল পতাকা মুক্তির আশ্রয়। কিশোর দ্বন্দ্বে ভোগে। গ্রামের কথা মনে পড়ে তার। চোখের সামনে ভেসে ওঠে মার মুখ। শওকত ওসমান রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। দেশের সকল দুঃসময়ে তাঁর লেখকসত্তা পীড়িত থেকেছে। তিনি দ্রোহী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি নীরব দর্শক হয়ে কখনো থাকেননি। লেখকের দায় থেকে তুলে এনেছেন ঘটনা সমাহার। ‘জুনু আপা’, ‘গেহু’, ‘থুতু’, ‘ইমারত’ গল্পে একজন সার্থক গল্পকার উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ইমারত গল্পে গৃহহীন মানুষ ও দেশবিভাগ পর্বের নানা ঘটনা কাহিনী বিস্তৃতিতে অগ্রসর হয়েছে। মানুষের দুঃখকষ্টের সাথে একাত্ম তাঁর লেখকসত্তা। দায়িত্বশীল লেখক পাঠকের মধ্যে এক অবিনাশী আশাবাদ বাঁচিয়ে রাখার প্রণোদনা তৈরি করেন, শওকত ওসমান সে কাজটি করেছেন। ‘দুই শরীক’, ‘মাসুল’, ‘সৌদামিনী মাগো’ গল্পে গ্রামের মানুষদের ক্ষুধা, জীবন যুদ্ধ ও পারিবারিক দ্বন্দ্ব উপজীব্য।

‘ওদিকে যেতে চাই’ গল্পের আট বছরের এরফান যেদিকে যাত্রা করে সেদিকে অদৃশ্য হওয়ার ভয় আছে, প্রকাশ্য হলে মৃত্যুর অনিবার্য। এরফানকে বন্দি করে রাখা হয়। নিসায়ের সঙ্গে এরফানের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এ সম্পর্ক পিতা জাহিদ আলী মেনে নিতে পারে না। অসৎ জাহেদ আলী

নিজেকে লুকিয়ে রাখে। শোষিত মানুষের সততা ইঞ্জিনিয়ার জাহেদ আলীর কাছে সন্দেহজনক হয়ে ওঠে। মা নফিসার মাতৃহৃদয় ভালোবাসায় সিক্ত। সে সহানুভূতিশীল; কিন্তু প্রতিবাদ করতে জানে না। স্বামীর সংসারের নির্ভরতা রেখে তার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। গ্রামের সৌন্দর্য নষ্ট করে জাহেদ আলী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। সহজ সরল মানুষেরা এ পরিবর্তনে ক্ষুব্ধ। এরফান প্রতিবাদী একসময় মৃত্যুবরণ করেন। শওকত ওসমান গ্রাম ও শহরের দ্বন্দ্ব, মানুষের যাপিত জীবন ও পরিবর্তনকে তুলে আনেন গল্পে। আপাতদৃষ্টিতে এসব মানুষ পরাজিত; কিন্তু আশার দিক সত্য, সুন্দর ও আদর্শ বড়, শওকত ওসমান এ বিষয় অগ্রগণ্য করে তুলেছেন।

শওকত ওসমান সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় নিরন্তর কাজ করেছেন। গল্প-উপন্যাস রচনায় তাঁর খ্যাতি আকাশস্পর্শী। প্রবন্ধ সাহিত্যেও তাঁর সমাজমনস্কতা লক্ষ্য করা যায়। জাতির দুঃসময়ে তিনি বিবেকী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর রচনায় দিকনির্দেশনা ও মানবতাবাদের স্ফুরণ ঘটেছে। সচেতন করার প্রয়াসের পাশাপাশি সংকট ও সম্ভাবনার দিকেও তিনি আলো ফেলেছেন। শাণিত মন্তব্য ও গভীর পর্যবেক্ষণজাত তাঁর প্রবন্ধ সমাজ দর্পণের মতো আলোকিত। ইতিহাসকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার কাজটি তিনি সার্থকভাবে সম্পন্ন করেছেন। ‘নিঃসঙ্গ নির্মাণ’ প্রবন্ধ গ্রন্ধের প্রবন্ধের শিরোনামের দিকে চোখ ফেরালে আমাদের সত্তা জাগরিত হয় ঃ ‘সত্তার সঙ্গে সংলাপ’, ‘মঞ্চের অন্দরে সমাজের অভ্যন্তরে’, ‘মাস্টার মশাই ঃ সুকুচ’, ‘স্বীকৃতির কৃতজ্ঞতায়’, ‘ভাতের কাহিনী ভাষার লড়াই’ অভিধায় আত্মমগ্ন ব্যঞ্জনায় শরণার্থী। ‘স্বাধীনতার সিগন্যাল সাংস্কৃতিক পটভূমি’, ‘প্রজ্বলিত নিমেষে নির্বাপিত’। প্রবন্ধে মৌল দর্শনের সম্প্রসারণ হয়েছে। সমাজ জীবনের অনিয়ম, দৈন্যদশা, শাসক ও মালিকপক্ষের নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতার পক্ষে দাঁড়াবার সাহস যুগিয়েছেন শওকত ওসমান। শওকত ওসমান বিবেক ও ঔচিত্যবোধ জাগ্রত করার প্রেরণার সঞ্চার করতে চেয়েছেন।

তিনি ‘সত্তার সঙ্গে সংলাপ’ প্রবন্ধে প্রকাশ করেন ঃ

অনেক কাল থেকে তোমার যুগবোধ নেই। আমি তা জোর দিয়ে বলতে পারি। এই গণমাধ্যম বা ‘ম্যাস মিডিয়া’র জমানায় তুমি যদি চোখ বুজে বসে থাকো, ম্যাস মিডিয়ার গতিবিধি ইমপ্যাকট বা অভিঘাতের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন না হও তবু কী আমি বলব তোমার যুগবোধ আছে?

জার্মানরা বলে জিৎগিস্ত বা যুগের স্পিরিট অর্থাৎ কালের মর্মশক্তি। ব্যাপারটি দুদিক থেকে দেখা যায়। একজন সময় সম্পর্কে সচেতন। সে মেনে নিয়েছে টাইম, সময় নামক এক অদৃশ্য ব্যাপার আছে যা বাতাসের মত জানান দিয়ে যায়; কিন্তু অদৃশ্য। কিন্তু সে যুগের স্পিরিট বা মর্মশক্তি সম্পর্কে কিছু নাও জানতে পারে। দেশের উপর দিয়ে কী হাওয়া বইছে, দেশের মানুষ কী চায় সে সম্পর্কে সে কিছু টের পায় না।

লেখক হিসেবে দায়বদ্ধতা সম্পর্কে তিনি সতর্ক ছিলেন। তিনি পাঠকের মধ্যে প্রতিভা সন্ধানকে লালন করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও বর্ণনাতে জাতীয় জীবনের সংকট, ব্যক্তির অনুভব ও নাগরিকের করণীয় সম্পর্কে বিভিন্ন মতামতের সংমিশ্রণ ঘটেছে। শওকত ওসমান ধাক্কা দিয়েছেন। তাঁর সফলতা এইখানে মানবতা ও ব্যক্তির সুকুমারবৃত্তির পরিচর্যার ব্যবহার দিক তাঁর মননশীল রচনায় প্রাণের সঞ্চার করেছে, উদ্দীপনার বিস্তার ঘটিয়েছে।

প্রহসনমূলক নাটক রচনাতেও শওকত ওসমানের আগ্রহ ছিল। তাঁর রচিত নাটকঃ তস্কর ও লস্কর, কাকর মণি, আমলার মামলা, ডাক্তার আবদুল্লাহ্‌র কারখানা, জন্মজন্মান্তর, নষ্ট ভান অষ্ট ভান-এ বিদ্রূপ ও সমাজচিত্রের দিকটি আমরা লক্ষ্য করি। কৌতুক সঞ্চার করে সমাজের মর্মমূলে আঘাত করার চেষ্টা লেখক শওকত ওসমানের ছিল। শওকত ওসমান শক্তিশালী কথাশিল্পী। তাঁর গদ্যভাষা আকর্ষণীয়। ঝরঝরে ভাষা ও পাঠকবোধ্য বিবরণ সর্বশ্রেণীর নাগরিকের কাছে গ্রহণীয়। উদার এক মানবিক লেখকসত্তাকে শওকত ওসমান তাঁর মধ্যে জাগিয়ে রেখেছিলেন।

শওকত ওসমান অনুসন্ধিৎসু লেখক। তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ সমাজের অভ্যন্তরের পরিবর্তনকে কখনো গ্রহণ, কখনো বর্জন করেছে। মানবিক কল্যাণে নিবেদিত তাঁর সাহিত্যে সাম্যবাদ ও পুঁজিবাদী সমাজের সমাজচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। তিনি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তাঁর বক্তব্য সামাজিক অঙ্গীকারবদ্ধ। কথাশিল্পের ধীমান কারিগর শওকত ওসমান সযত্নে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। তাঁর আধুনিক ভাবনা সমাজের কালিমা, অশুভতা দূর করার প্রয়াসী ছিল। জীবন ও সমাজকে শওকত ওসমান গভীর পর্যবেক্ষণে চিহ্নিত করেছেন। রোমান্টিক মানসপ্রবণতার পুরোপুরি প্রতিফলন তাঁর সাহিত্যে ঘটেনি, তবু হৃদ্য ও নিবিড় ছিল তাঁর উচ্চারণ। উষ্ণ, স্নিগ্ধ ও সামাজিক গতি-প্রকৃতি থেকে উৎসারিত জীবনবোধ লগ্ন তাঁর কথাসাহিত্য গভীর জীবনজিজ্ঞাসা ও গবেষণার বিষয়। অনন্য কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমান। যখন দুঃসময় ঘিরে থাকে শওকত ওসমান তখন প্রেরণার উৎসস্থল। শওকত ওসমানের সাহিত্য পাঠ মানুষকে হত্যাশা থেকে উদ্ধার করে।